গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-১
পরিবহন পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা
www.tmed.gov.bd.

নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.২২৯.১৪-৩৫৫

তারিখঃ ২৬ কার্তিক, ১৪২৭ / ১১ নভেম্বর, ২০২০

বিষয়টিঃ রিট পিটিশন নং- ৬৪৩১/২০১৪ মামলার গত ১৩/০৪/২০১৭ তারিখের রায়/আদেশ এবং এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সিপিএলএ নং-৩১৩১/২০১৮ মামলার বিষয়ে চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: (১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শা: ১৩/অভিপরি/৩-৪০/২০০৫ (অংশ-১)/৮৪২, তারিখ: ০৯/০৮/২০০৭ খ্রি.
(২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শা: ১৩/অভিপরি/৩-১০/ ২০১০/৩৯, তারিখ: ০৩/০২/২০১৩ খ্রি.
(৩) ডিএমিই'র স্মারক নং- ৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০২.০৬৭.১৯-১৪২ তারিখ: ২০/১০/২০২০ খ্রি.।

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলাধীন সাউদপাড়া ইসলামিয়া বহুমুখী আলিম মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (কৃষি) জনাব মোঃ আছাদুল হক আনছারী'র নিয়োগ বিধিসম্মত না হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৯/৮/২০০৭ তারিখের সূত্রোক্ত (১) পত্রের প্রেক্ষিতে মাউশি কর্তৃক বেতন-ভাতাদি বন্ধ করা হয়।

২। পরবর্তীতে বকেয়া ব্যতীত বেতন ভাতা ছাড়করণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ০৩/০২/২০১৩ তারিখে সূত্রোক্ত (২) নং স্মারকের মাধ্যমে ডিজি, মাউশিঅ-কে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের বিরুদ্ধে জনাব মোঃ আছাদুল হক আনছারী কর্তৃক অক্টোবর/২০০৭ হতে এপ্রিল/২০১৩ পর্যন্ত স্থগিতকৃত বকেয়া এমপিওসহ উৎসব ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পরিশোধের দাবী করে বিজ্ঞ উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন নং-৬৪৩১/২০১৪ দায়ের করা হয়।

৩। উক্ত রিট পিটিশন নং-৬৪৩১/২০১৪ মামলার ১৩/৪/২০১৭ তারিখের রায়ে বাদীকে বকেয়াসহ বেতন-ভাতাদি প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিজ্ঞ আদালতের রায়ের নির্দেশনা নিম্নরূপ-

The respondent No. 2 the Director General , Secondary and Higher Secondary Education Directorate, Dhaka is directed to relese the Government portion of arrear salary (MPO) and other benefits, if any, in favour of the petitioner from October, 2007 to april, 2013 within 1 (one) month on receipt to this order within any fail. The respondert No. 2 Director General os also directed to take necessary steps for releasing the Government portion of the aforesaid arrear salary (MPO) of the petitioner.

৪। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ কর্তৃক সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-৩১৩১/২০১৮ দায়ের করা হলে তা ১০/০২/২০২০ খ্রি. তারিখে (৪৭৬ দিন সময় তামাদির কারণে) খারিজ হয়ে যায়। মহামান্য আপিল বিভাগের উক্ত আদেশটি নিম্নরূপ:

"The leave petition is out of time by 476 days but the explanation offered seeking condonation of delay is not at all satisfactory. Accordingly, the Civil Petition for Leave to appeal is dismissed as barred by limitation". ফলে রিট মামলার উক্ত রায় বহাল রয়ে যায়।

৫। উল্লেখ্য, বর্ণিত রিট মামলার ১৩/০৪/২০১৭ তারিখের রায়ের এক জায়গায় উল্লেখ আছে যে, The Rule is not opposed by filing any affidavit-in-opposition by the respondents. অর্থাৎ মাউশিঅ / মাশিঅ (প্রতিপক্ষ) কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় সরকারের প্রতিকূলে রায় ঘোষিত হয়েছে মর্মে স্পষ্ট হয়।

৬। উক্ত রিট এবং আপিল মামলার রায়ের সার্টিফাইড কপিসহ পিটিশনার এর অক্টোবর/২০০৭ হতে এপ্রিল/২০১৩ পর্যন্ত বকেয়া এমপিও উৎসব ভাতাসহ প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত প্রদানের (কোন প্রস্তাব ছাড়া) জন্য মহোদয় কর্তৃক সূত্রোক্ত (৩) নং স্মারকমূলে সচিব, টিএমইডি বরাবর অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৭। উল্লেখ্য- রিট পিটিশন নং-৬৪৩১/২০১৪ মামলায় সরকার পক্ষের জবাব (Affidavit-in-opposition) দাখিল করা হয়নি মর্মে ১৩/৪/২০১৭ তারিখের রায়ে উল্লিখিত "The Rule is not opposed by filing any affidavit-in-opposition by the respondents" মন্তব্য হতে প্রতীয়মান হয়। তথাপি উক্ত রায়/আদেশ সরকারের বিপক্ষে ঘোষিত হওয়ার ৪৭৬ দিন পরে সরকার পক্ষে আপিল দায়ের করা হয়। রিট মামালায় সরকার পক্ষে জবাব (Affidavit-in-opposition) দাখিল না করায় রায়/আদেশ সরকারের বিপক্ষে ঘোষিত হয়েছে এবং ৪৭৬ দিন পরে আপিল দায়ের করায় তামাদিজনিত কারণে আপিল বিভাগ কর্তৃক আপিল মামলাটি খারিজ হয়েছে মর্মে স্পষ্ট হয়।

চলমান পাতা নং-০২

৮। ডিজি, ডিএমই এর পত্রসহ এবং উপরিউক্ত তথ্যাদি পর্যালোচনাক্রমে এ বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত তথ্য প্রয়োজন-

(ক) রিট পিটিশন নং-৬৪৩১/২০১৪ মামলার ১৩/০৪/২০১৭ তারিখের রায়ে বর্ণিত, The Rule is not opposed by filing any affidavit-in-opposition by the respondents. অর্থাৎ মাশিঅ (প্রতিপক্ষ) কর্তৃক রিট মামলার বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করার কারণ কি এবং এর দায়ি ব্যক্তি কে বা কারা (পদবী এবং কর্মস্থল উল্লেখক্রমে)?

(খ) নির্ধারিত সময়ে আপিল দায়ের না করে ৪৭৬ দিন পরে আপিল দায়েরের জন্য দায়ি ব্যক্তি কে বা কারা (পদবী এবং কর্মস্থল উল্লেখক্রমে)?

(গ) মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক আপিল মামলাটি মনিটরিং করা হয়েছিল কিনা এবং হয়ে থাকলে তামাদি মওকুফের জন্য কোন পদক্ষেপ মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নেয়া হয়েছিল কিনা? হয়ে থাকলে সেগুলো কি ?

(ঘ) আলোচ্য বিষয়ে ডিজি, ডিএমই কর্তৃক শুধুমাত্র নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত প্রদানের (কোন প্রস্তাব ছাড়া) জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে যা সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ এর ১৭২ নির্দেশের পরিপন্থি হয়েছে।

(ঙ) এ বিষয়ে বর্তমানে করণীয় সম্পর্কে ডিজি, ডিএমই এর মতামত।

৯। এক্ষণে উপরিউক্ত মতে {অনুচ্ছেদ ০৮(ক-ঙ)মতে} চাহিত তথ্যাদি প্রমাণকসহ (আগামি ২৫.১১.২০২০ খ্রি: তারিখের মধ্যে) টিএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়-কে অনুরোধ করা হলো।

২১/১১/২০২০

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, গার্লস গাইড হাউজ (৭ম ও ১০ম তলা)
নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে)

১। সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েভসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি/মাষ্টার কপি।